STUDY MATERIALS
SEMESTER -4
COURSE -10

ফরাসি সংবিধান সভার কার্যাবলি মূল্যায়ন করো।

সংবিধান সভা কীভাবে বিপ্লবী মানসিকতার মনোভাব নিয়ে ফ্রান্সে একটি স্থায়ী সংবিধান রচনায় মনোনিবেশ করেছিল তা আমাদের দেখা দরকার। প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে ফ্রান্সে যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু করা হয়, যেখানে রাজাকে ফরাসি জাতির ইচ্ছানুসারে নির্বাচিত রাজা বলে স্বীকার করা হয়। রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্য বার্ষিক ২৫ মিলিয়ন লিঙ্ অর্থ তাকে প্রদান করা হয়। শাসন বিভাগের দায়িত্ব রাজার ওপর স্থাপন করা হয়। মন্ত্রীসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না। রাজা আইনসভার অধিবেশন স্থগিত বা বাতিল করতে পারবেন না। সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারলেও দুবারের বেশি নাকচ করতে পারবেন না।

সংবিধান সভার যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে আইনসভা, যা এককক্ষবিশিষ্ট। ৭৪৫ জন সদস্য নিয়ে এই আইনসভা গঠিত হবে। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ মাত্র দুই বছর। কর প্রস্তাব ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল। এমনকি যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষণার ক্ষেত্রেও আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। আইনসভার সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচক মন্ডলী গঠন করা হয়। নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। কেবলমাত্র সক্রিয় নাগরিকরাই ভোটদান করতে পারবে। তবে তার জন্য তাদের কিছু শর্ত পালন করতে হবে।

প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে বংশমর্যাদা বা আর্থিক কৌলীন্যের গুরুত্ব হ্রাস করা হয়। জটিল শাসনতান্ত্রিক পদগুলো বিলোপ করা হয়। দেশকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানো হয়। সমগ্র দেশটিকে ৮৩টি 'প্রদেশে' বা ডিপার্টমেন্টে-এ (Depertment) বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি প্রদেশের অধীনে থাকে 'জেলা' (District)। এই জেলাকে আবার 'ক্যান্টনে' (Canton) বিভক্ত করা। হয়। আর সবার নিম্নস্তরে ছিল 'কমিউন' (Commune)। প্রদেশগুলোর সীমানা দেশের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক মানচিত্র অনুসারে নির্ধারণ করা হয় এবং নামকরণ সেই ভৌগোলিক অবস্থান বা কোনো নদনদীর নামানুসারে হয়। প্রাদেশিক শাসন ব্যতীত রাজধানী প্যারিসের শাসন ক্ষমতা একটি পৌরসংস্থার হাতে অর্পণ করা হয়। এই পৌরসংস্থাকে ৪২টি 'সেকসানে' (Sections) বিভক্ত করা হয়।

ফ্রান্সের বিচারব্যবস্থাকেও নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়। পুরাতন স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন 'লেত্রি-দ্য-ক্যসে' (Lettres de cachet) আইনের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান বলে ঘোষণা করা হয়। প্রাদেশিক স্তরের প্রতিটি বিভাগে এমনকি জেলা, ক্যান্টন ও কমিউনেও আদালত গঠন করা হয়। বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চে থাকে আপীল আদালত ও হাইকোর্ট। মন্ত্রীদের বিচারের দায়িত্ব হাইকোর্টের হাতে ন্যস্ত থাকে। সক্রিয় নাগরিকদের ভোটেই আদালতে বিচারক নির্বাচন করা হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংবিধান সভা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তা ছিল অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত। বিদ্রোহ শুরু হবার সময়েই চার্চের মর্যাদা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। টাইথ বা ধর্মকর আদায় বন্ধ হয়েছিল। চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে স্থাপন করা হয়েছিল। এভাবে চার্চের 'ক্ষমতা ও মর্যাদার যখন অবনতি ঘটছিল তখন সংবিধান সভা নতুন এক নির্দেশনামা জারী করে যা ইতিহাসে 'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দ্য ক্লাজি' (Civil Constitution of the clergy) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৭৯০ সালের ২৪ আগস্ট প্রচারিত এই নির্দেশনামায় চার্চের আরও অবনতি ঘটে।

মনে নতুন আশাবাদের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ফরাসি সংবিধান সভার কার্যাবলী খুব বেশি দিন ফ্রান্সের মাটিতে টিকে থাকতে পারেনি। কেননা, সংবিধান প্রবর্তনের মাত্র এক বছরের মধ্যেই তা বাতিল হয়ে যায়। দেখা গিয়েছে সদস্যদের অনভিজ্ঞতার দরুন সংবিধানের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। হয়নি। বস্তুত সদস্যদের অবাস্তব আদর্শবাদ ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ডেকে এনেছিল। যে কারণে মিরাবো বলতে পেরেছিলেন, 'রাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য এর থেকে ভাল পরিকল্পনা করা কষ্টকর।' একইভাবে জর্জ লেফেভরও বলেছেন, 'বাস্তব অবস্থাকে কাজে খুব বেশি প্রতিফলিত করার চেষ্টা সংবিধান সভার কাজকে ক্ষণস্থায়ী করেছিল।"